380

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...JAN. 9 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩.....

নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিপিএড শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

সরকার নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ-নীতিমালা পরিবর্তন করায় বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও শিক্ষকবৃন্দ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। পূর্বে নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হইত এবং ইহার মধ্যে ১ জনকে বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইত। বর্তমানে ৬ জনের স্থলে ৫ জন শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং সেই সাথে বিপিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে শর্তারোপ করা হইয়াছে তাহা শিক্ষকদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হইতেছে না। পূর্বে নিয়োগকৃত ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে যাহাকে বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হইত, তাঁহাকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে ৩ বৎসরের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিব'-এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইত। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তাহার সুবিধামত সময়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে পারিবে। নূতন নীতিমালার ফলে নিয়োগকৃত শিক্ষককে নিয়োগের বৎসরেই বিপিএড প্রশিক্ষণে বাধ্য করা হইতেছে। ইহাতে শিক্ষকেরা ভর্তি সমস্যাসহ আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন। দেশে বিপিএড কলেজের সংখ্যা খুবই সীমিত। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে শিক্ষকদের ভর্তি হওয়ার সুযোগও সীমিত। দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে নব প্রতিষ্ঠিত নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করিতেছেন তাহাদেরকে বিদ্যালয় নির্মাণে মোটা অংকের টাকা প্রদান করিতে হইতেছে। তদুপরি নিয়োগের সাথে সাথেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণের খরচ জোগাড় করা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে "মরার উপর খাড়ার ঘা" হইয়া দেখা দিয়াছে। এমপিওভুক্ত হইবার পূর্বেই বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ দুই দফায় লক্ষাধিক টাকা খরচ করিতে হয়। এতটা আর্থিক সামর্থ্য শিক্ষকদের নাই। বিপিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করায় উদ্যোক্তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সীমাহীন বাধার সম্মুখীন। বিপিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। দেশের প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহেই বহু বিপিএড শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। ফলে উদ্যোক্তারা কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পাইতেছেন না। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিপিএড শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে শর্তারোপ করা হইয়াছে, তাহাতে বেসরকারী পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুভ উদ্যোগটি অংকুরেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানবিক কারণে এবং বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য বর্তমান নীতিমালা পরিবর্তন করিয়া পূর্বেই নীতিমালা বহালের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিজানুর রহমান,
সহ-প্রধান শিক্ষক,
শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ডাকঃ পান্টী, জেলাঃ কুষ্টিয়া।